[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভালো আছেন খালেদা জিয়া, কোয়ারেন্টিন শেষ হলেই শুরু হবে চিকিৎসা

মুক্ত বাতাস এবং পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তবে শারীরিক সমস্যার উন্নতি হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। বর্তমানে তিনি গুলশানের বাসায় (ফিরোজা) হোম কোয়ারেন্টিনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পুরোদমে চিকিৎসা শুরু হবে।

সে লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। কোয়ারেন্টিন থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে, টিভি ও সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে অবসর সময় পার করছেন তিনি।

করোনাভাইরাসের মহামারীতে সৃষ্ট পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখছেন। দেশের এ সংকটকালে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নেতাকর্মীসহ সমাজের বিত্তশালীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী। খালেদা জিয়ার পরিবার, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা সংকটের মধ্যে সরকারের নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাস স্থগিত করা হয়েছে। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে গুলশানের ভাড়া বাসায় ওঠেন তিনি।

জানতে চাইলে খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব আবদুস সাত্তার যুগান্তরকে বলেন, পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে ম্যাডাম মানসিকভাবে কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। তবে ব্যথাসহ শারীরিক অন্যান্য সমস্যা আছে। আশানুরূপ উন্নতি না হলেও আগের চেয়ে তা কমতে শুরু করেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। এরপর তার পুরোপুরি চিকিৎসা শুরু হবে। সুস্থতার জন্য দেশবাসীর দোয়া চেয়েছেন তিনি। সুস্থ হওয়ার পরই সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গৃহকর্মী ফাতেমা ছাড়াও একজন নার্সকে তার দেখভালের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা নিয়মিত তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখছেন। তাদের পরামর্শে নেতাকর্মীসহ কারও

সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন না। পরিবারের দু-একজন সদস্য তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সেটাও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

সাত্তার আরও বলেন, কোয়ারেন্টিনে থাকলেও টিভি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি দেশের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। দেশের এই মহাসংকটের সময়ে দেশবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের সচেতন, সতর্ক থাকার পাশাপাশি অসহায়, গরিব, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

জানা যায়, হোম কোয়ারেন্টিনে থাকলেও সোশ্যাল এবং অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে নিকট-আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন খালেদা জিয়া। দেশের বাইরে থাকা ছেলে, ছেলের বউ ও নাতনিদের সঙ্গে স্কাইপে কথা বলছেন।

ঢাকায় থাকা ভাইবোন, তাদের ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যও পাচ্ছেন খালেদা জিয়া। ফলমূল ছাড়া বাইরের কোনো খাবার খাচ্ছেন না। যেটুকু খাবার তিনি খাচ্ছেন তা বাসাতে রান্না হচ্ছে। বোনের বাসা থেকেও আসে পছন্দের খাবার। খালেদা জিয়ার বাড়ির কাজকর্ম পুরোটাই করছেন গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম। যিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারে ছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, লন্ডনে অবস্থানরত পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমানের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা তার দেখভাল করছেন। চিকিৎসার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে তারা জোবাইদা রহমানের পরামর্শ নিচ্ছেন।

এরই মধ্যে তার চিকিৎসায় ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অধ্যাপক ডা. এফ এফ সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক ডা. রাজিবুল আলম, অধ্যাপক ডা. আবদুল কুদ্দুস, অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন ও ডা. মামুন রয়েছেন এ বোর্ডে। জোবাইদা রহমানের সঙ্গে কথা বলে তারা চেয়ারপারসনের চিকিৎসার একটি গাইডলাইন তৈরি করছেন।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ‘ম্যাডাম এখন কোয়ারেন্টিনে আছেন। এখন প্রধান কাজ হল তাকে একা থাকতে দেয়া। উনি আগের চেয়ে মানসিকভাবে ভালো আছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ায় তার পুরনো রোগগুলো জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে আগের ওষুধগুলোই চলছে।

কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন করে ওষুধ দেয়া শুরু হবে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাস: ৩ হাজার হাজতিকে মুক্তি দিচ্ছে সরকার

বিভিন্ন মামলায় বিচারের মুখোমুখি তিন হাজার হাজতিকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে কারা কর্তৃপক্ষ হাজতিদের এ তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবও পাঠিয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুবুল ইসলাম যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে সারাদেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে এসব হাজতিকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারাগার নিরাপদ রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কারা অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আবরার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের আদেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে এ প্রস্তাব দিয়েছি।

জামিনযোগ্য ছোটখাটো অপরাধে যারা কারাগারে আছেন, এ রকম তিন হাজারের সামান্য বেশি হাজতির নাম প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে ওই প্রস্তাব যাবে আইন মন্ত্রণালয়ে। সেখানে আপত্তি না থাকলে পাঠানো হবে আদালতে। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত বিচারকই সিদ্ধান্ত নেবেন জামিন দেয়া যায় কিনা। মুক্তির বিষয়টি বিচারকদের হাতে, আমাদের হাতে নয়।

এদিকে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে রোগটিতে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়জনে।

বুধবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদফতরের সরাসরি অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য দেন।

তিনি বলেন, প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত হলেন ৫৪। দেশে আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড মেডিসিনের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের হিসাবে, প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে ৪২ হাজার ৪০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছেন আট লাখ ৬২ হাজার ২৩৪ জন।

সুত্র-যুগান্তর

ঢাকা মেডিকেলে করোনা টেস্ট ফ্রি, ফল ৩ ঘণ্টায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ভাইরোলজি বিভাগে বিনামূল্যে আজ

সুত্র-যুগান্তর

করোনা ঠেকাতে জাতীয় কমিটি চান মির্জা ফখরুল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে জাতীয় কমিটি করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীকেই এ উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় কমিটি গঠিত হবে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে।

একসঙ্গে বসে মিটিং করতে হবে- তা বলছি না। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই এটা করতে পারেন। তখন সবার মধ্যে একটা ধারণা আসবে- আমরা এক। দে ক্যান ডু। সব নিরাপত্তা রেখে যদি সভা করতে চান তাও পারেন। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর উত্তরার বাসায় সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব একথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এই কথাটা বারবার বলেছি। আমরা কখনোই সমালোচনার জন্য সমালোচনা করছি না, সরকারকে সাহায্য করতে চেয়েছি। আমরা ত্র“টি দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করি। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি। এখন পর্যন্ত একটা জাতীয় কমিটি তৈরি হয়নি। যেটা করা উচিত ছিল। বাংলাদেশ তো একশ’ ৬০ মিলিয়নের দেশ। এখানে একেবারের নিচের দিকে অর্থনীতি।

সেখানে এই সংকট মোকাবেলায় যদি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা যায় সেটা হবে দেশের জন্য ভালো কাজ। এখনও সময় আছে জাতীয় কমিটি করা দরকার, এটা গঠন করা উচিত। করোনাভাইরাসের মহামারী থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই ঘরবন্দি বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষজনের জন্য খাবার পৌঁছে দেয়ার কাজ করছে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব।

দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গ টেনে মির্জা ফখরুল বলেন, সবচেয়ে

বড় যে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষজনের অর্থনৈতিক সমস্যা।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ মানুষই এখন দিন আনে দিন খায়। সমাজের বিশাল এই অংশটা কয়েক দিন ধরে কোনো আয় করতে পারছে না। সেই মানুষগুলোর জন্য যদি ইমিডিয়েটলি উপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় তাহলে বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। যেটা আমরা ১৯৭৪ সালে দেখেছি, এই ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে। এই বিষয়গুলো সরকারকে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, আমি যেটা মনে করি, সেনাবাহিনীকে যদি এ কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা আছেন একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার তাদের সম্পৃক্ত করে যদি সেই কাজগুলো করা যায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি সম্পৃক্ত করা যায়। তাদেরকে একসঙ্গে করা গেলে অত্যন্ত ফলোপ্রসূ হবে। তার জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে। তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী থাকতে হবে।

হাসপাতালের বর্তমান চিকিৎসা সেবার প্রসঙ্গে টেনে ফখরুল বলেন, এখন হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো রোগে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে দেখাতে পারছেন না। পত্রিকায় আসছে, একজন এপেনডিসাইটিজের রোগী ৮টা হাসপাতাল ঘুরে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারছে না।

আমরা যে কারণে বারবার বলেছি, বিষয়টাকে পুরোপুরি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এই জাতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। সেই অস্তিত্বের জন্যই সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। দায়টা সরকারের, দায়িত্ব সরকারের। তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে- বিরোধী দলকে কিভাবে কাজে লাগাবে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিভাবে কাজে লাগাবে, পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি করবে। এখানে সমস্যা অনেক।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমি মনে করি একটা বড় ভুল হয়েছে, ছুটি ঘোষণা করে তার দু’দিন পর পর্যন্ত পরিবহন চালু রাখা। এতে করে সব মানুষ ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। আমি দেখলাম এক কোটি মোবাইল ফোন ঢাকার বাইরে চলে গেছে। চীনের ঘটনার পর সরকার যথাযথ প্রাক-প্রস্তুতি নেয়নি বলে সমস্যা এখন এত প্রকট বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, সমস্যাগুলো প্রথম থেকে তারা (সরকার) দেখলে এটা প্রকট

আকার ধারণ করত না। লকডাউন যেটাকে বলে সেটা তো সেভাবে হয়নি। এটাকে প্রিভেল করেছে। যার ফলে দেখা গেছে যে, প্রথম দুই-একদিন কক্সবাজারে পর্যন্ত মানুষ বেড়াতে গেছে, ছুটি কাটাতে সিলেটে গেছে। আমাদের দেশে সবাই তো সচেতন না, অনেকে বুঝতে পারেনি। হাজার হাজার মানুষ ট্রেন, লঞ্চে এক সঙ্গে গেছে। এটা তো আরও ভয়ংকর।

সুত্র-যুগান্তর

দেশে করোনায় কেড়ে নিল আরও ১ প্রাণ

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় জনে।

বুধবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সরাসরি অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত হলেন ৫৪।

তিনি বলেন, আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় দেশ্ববাসী আশ্বস্ত হয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করছি। হাসপাতালে ভেন্টিলেটর বসাচ্ছি। সরকারি হাসপাতালে ৫০০ ভেন্টিলেটর বসানোর কাজ চলছে। তিনশ আনা হচ্ছে। হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এছাড়া করোনার চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম বাড়ানো হচ্ছে জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি নির্দেশনা কিছুটা হলেও মানা হচ্ছে না। ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় যেটা ঘটছে। সবাইকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। বিশেষ যারা ঢাকা থেকে গ্রামে গেছেন, তারা এই কাজটি বেশি করছেন। তারা ঘরে না থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

‘আমরা দেশকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না। আপনারা ঘরে থাকুন, নিরাপদ থাকুন।’

জাহিদ মালেক বলেন, আমরা ইতিমধ্যে কুর্মিটোলাকে প্রস্তুত করেছি। যেখানে ভেন্টিলেটর থাকবে, আমরা গ্যাস্ট্রোলিভারকে প্রস্তুত করেছি। সেখানে ভেন্টিলেটর ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে। পাশাপাশি ঢাকা ও ঢাকার বাইরের অনেক হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যুবক এখন করোনামুক্ত

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ইতালি ফেরত যুবক ভাইরাসমুক্ত হওয়ায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ওই যুবককে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তার সাথে একই হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে থাকা ওই যুবকের পিতাকেও কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, গত ১২ মার্চ ওই যুবক ইতালি থেকে বাংলাদেশে আসেন। পরে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে ১৬ মার্চ তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

পরে গত ১৯ মার্চ পরীক্ষা করে তাকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে শনাক্ত করে আইইডিসিআর। ২৬ বছর বয়সী ওই যুবকের পিতার নমুনাও পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তিনি করোনা আক্রান্ত নন বলে জানায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

সর্বশেষ গত ২৫ ও ২৯ মার্চ দু’দফা পরীক্ষা করে আইইডিসিআর থেকে জানানো হয় দু’দফা পরীক্ষাতেই ওই যুবকের করোনা ভাইরাসমুক্ত হিসেবে রিপোর্ট এসেছে। এ অবস্থায় ওই যুবককে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করে আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, দুবারের পরীক্ষায় ওই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের আর কোনো উপস্থিতি না থাকায় তাকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দেশে আরও দুজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ, মোট আক্রান্ত ৫১

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও দুজনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ১৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দুজনের শরীরে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ জন।

মঙ্গলবার বিকালে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর)।

বিস্তারিত আসছে..

[redacted]

[redacted]

বোধহয় আমাদের এই ছুটিটা সীমিত আকারে বাড়াতে হবে।

প্রসঙ্গত সরকারর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) দেয়া সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, এ পর্যন্ত দেশে ৪৯ জন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন পাঁচজন। মোট এক হাজার ৩৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

সাধারণ ছুটি ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ল

করোনাভাইরাস দেশে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে সাধারণ ছুটি ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে আজ মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ ছুটি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এবার আসন্ন পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান না করার কথাও বলেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ছুটি দিয়েছিলাম, হয়তো আমাদের আরো কয়েকদিন বাড়াতে হতে পারে। কারণ অনেকে গ্রামে চলে গেছেন সেখানে কোনো রকম যেন এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা না দেয় সে সময়টা হিসেব করে- আমরা ১০/১২ দিনের ছুটি দিয়েছিলাম। এটা ১৪ দিন করতে হবে। … ৯ তারিখ পর্যন্ত হতে পারে। ছুটিটা সীমিত আকারে আমাদের একটু বাড়াতে হবে।’

শেখ হাসিনা বলেন, করোনা প্রতিরোধে মানুষের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আপনারা এসব নির্দেশনা মেনে চলুন। কেননা নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই করতে হবে।

এ সময় সবাইকে ঘরে অবস্থানের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

□□□□□-□□□□□ □□□□